অধ্যায় - ৪৬

বাবার গয়া যাত্রা, দুটি ছাগলের পূর্বজন্মের কাহিনী।

এই অধ্যায়ে শামার কাশী, প্রয়াগ ও গয়া যাত্রার বিবরণ দেওয়া হয়েছে, বাবা (ছবিরূপে) কেমন করে সেখানে এঁদের আগেই পৌঁছেছিলেন সে কথা বলা হয়েছে এবং দুটি ছাগলের গত জন্মের ইতিহাসের বিষয়ে লেখা হয়েছে।

প্রস্তাবনা ঃ-

হে সাই! আপনার শ্রীচরণ ধন্য এবং তার স্মৃতি কত আনন্দদায়ক। আপনার ভয়বিনাশকারী স্বরূপও ধন্য, যার প্রভাবে কর্মবন্ধন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। যদিও এখন আর আমরা আপনার সগুণ স্বরূপের দর্শন পাই না তবুও আপনি আপনার শ্রীচরণের শ্রদ্ধাশীল ভক্তদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি দেন। আপনি এক অজ্ঞাত আকর্ষণ শক্তি দিয়ে কাছের বা দূরের ভক্তদের নিজের কাছে টেনে তাদের এক দয়াময়ী মায়ের মতন জড়িয়ে ধরেন। হে সাই! ভক্তরা জানে না আপনার বাসস্থান কোথায়। কিন্তু আপনি এমন কৌশলে তাদের প্রেরণা দেন যে মনে হয় যেন আপনার অভয়হস্ত ওদের মাথার উপর সদাই রয়েছে। এইটি আপনারই কৃপা দৃষ্টির পরিণাম যে ওরা এক অজ্ঞাত সাহায্য সর্বদাই পায়। অহংকারের বশবর্ত্তী হয়ে উচ্চশ্রেণীর বিদ্বান ও চতুর পুরুষও এই ভবসাগরের পাঁকে তলিয়ে যায়। কিন্তু হে সাই! আপনি কেবল নিজের শক্তির সাহায্যে অসহায় ও সরল ভক্তদের এই পাঁক থেকে বার করে তাদের রক্ষা করেন। পর্দার আড়ালে থেকে আপনিই সব খেলা খেলছেন। তবুও এমন অভিনয় করেন যেন সেগুলির সাথে আপনার কোন সম্পর্কই নেই। কেউই আপনার সম্পূর্ণ জীবনগাথা জানতে পারেনি। সে জন্য আমাদের পক্ষে সব চেয়ে ভালো পথ হচ্ছে- অনন্য ভাবে আপনার শ্রীচরণে সমর্পিত হয়ে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একমাত্র আপনারই নাম স্মরণ করা। আপনি নিষ্কাম ভক্তদের সমস্ত ইচ্ছে পুরণ করে তাদের পরমানন্দ দেন। আপনার মধুর নামের উচ্চারণেই ভক্তদের মধ্যে রাজসিক ও তামসিক গুণ হ্রাস হয়ে সাত্বিক ও ধার্মিক গুণের বিকাশ হয়। তার সাথে-সাথেই ওরা ধীরে-ধীরে বিবেক, বৈরাগ্য ও জ্ঞান লাভ করে। তখন আত্মস্থিত হয়ে গুরুর সাথে অভিন্নতা প্রাপ্ত

হয় এবং এরই আরেক অর্থ হচ্ছে গুরুর প্রতি অনন্য ভাবে শরণাগত হওয়া। এর নিশ্চিত প্রমাণ শুধু এটাই যে তখন আমাদের মন স্থির এবং শান্ত হয়। এই শরণাগতি, ভক্তি ও জ্ঞানের মাহাত্ম্য অদ্বিতীয়। এর ফলেই ক্রমে ক্রমে আসে শান্তি, বৈরাগ্য, যশ ও মুক্তি। যদি বাবা তাঁর ভক্তদের উপর অনুগ্রহ করেন তাহলে তিনি সর্বদা তাদের কাছেই থাকেন। তাঁর ভক্তরা যেখানেই যাক না কেন তিনি কোন-না-কোন রূপে আগে থেকেই সেখানে পৌঁছে যেতেন। নিম্নলিখিত ঘটনাটি তারই উদাহরণ।

গয়া যাত্রা ঃ-

বাবার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার কয়েক বছর পর কাকাসাহেব দীক্ষিত নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাপুর নাগপুরে 'উপনয়ন' সংস্কার করাবেন স্থির করেন। প্রায় সেই সময়ই নানাসাহেব চাঁদোরকরও নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ অনুষ্ঠানের দিন স্থির করেন। দীক্ষিত ও চাঁদোরকর দুজনেই শিরডী এসে বাবাকে আন্তরিক ভাবে নিমন্ত্রণ করেন। বাবা তাঁর প্রতিনিধি শামাকে নিয়ে যেতে বলেন। কিন্তু যখন ওঁরা বাবাকেই স্বয়ং উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন, তখন তিনি উত্তর দেন- "বেনারস ও প্রয়াগ পেরিয়ে যাওয়ার পর আমি শামার আগেই পৌঁছে যাবো।" পাঠকগণ, এই শব্দগুলি একটু মনে রাখবেন কারণ, এইগুলি বাবার সর্বজ্ঞতার দ্যোতক।

বাবার অনুমতি নিয়ে শামা এই উৎসবগুলিতে যোগদান দিতে প্রথমে নাগপুর, গোয়ালিয়র এবং তারপর কাশী, প্রয়াগ ও গয়া যাওয়া স্থির করেন। আপ্পা কোতের শামার সঙ্গে যাওয়া ঠিক করেন। প্রথমে ওঁরা নাগপুর পৌঁছন। সেখানে কাকাসাহেব দীক্ষিত শামাকে হাতখরচের জন্য দুশো টাকা দেন। সেখান থেকে দুজনে গোয়ালিয়র যান। ওখানে নানাসাহেব চাঁদোরকর ১০০ টাকা ও তাঁর এক আত্মীয় শ্রী জাঠর ১০০ টাকা শামাকে দেন।

এরপর ওঁরা কাশী পৌঁছন যেখানে জাঠরের 'লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দির' এবং অযোধ্যাতে 'শ্রীরাম মন্দিরে' ওঁদের সুন্দর আদর-আপ্যায়ণ করেন শ্রী জাঠরের ম্যানেজার। শামা ও কোতে অযোধ্যাতে ২১ দিন এবং কাশীতে (বেনারসে) দু-মাস থেকে গয়ার জন্য রওনা হন। গয়াতে নাকি খুব 'প্লেগ' হচ্ছে এই খবর ট্রেনে পেয়ে এঁদের একটু চিন্তা হয়। তবুও রাত্তিরে গয়া স্টেশনে নেমে ওঁরা একটা ধর্মশালায় গিয়ে ওঠেন। সকালবেলা গয়ার পূজারী (পান্ডা), যে যাত্রীদের থাকার ও খাবার ব্যবস্থা করত, ওঁদের কাছে এসে বলে- "সব যাত্রীরা চলে গেছে, তাই আপনারাও এবার তাড়াতাড়ি করুন।"

শামা তখন ওকে জিজ্ঞাসা করেন- "এখানে কি প্লেগ ছড়িয়েছে?" তাতে পাণ্ডা উত্তর দেয়- "না, আপনারা নির্বিঘ্নে আমার বাড়ীতে এসে আসল পরিস্থিতিটা দেখতে পারেন।" এরপর ওঁরা ওর বাড়ী যান। বাড়ীতো নয়, এক বিশাল ভবন। সেখানে যাত্রীদের বিশ্রাম করার জায়গা ছিল। শামাকে সেখানে থাকতে দেওয়া হয়। থাকার জায়গার সুবন্দোবস্ত দেখে শামার খুব ভালো লাগে। কিন্তু বাড়ীর সামনে এবং ঠিক মাঝখানে বাবার এক বড় প্রতিকৃতি দেখে শামা আনন্দে ও আবেগে আত্মহারা হয়ে যান। বাবার শব্দগুলি মনে পড়ে যায়- "আমি কাশী ও প্রয়াগ পেরিয়ে যাওয়ার পর শামার আগেই পৌঁছে যাবো।" শামার চোখ থেকে জল পড়তে থাকে। ভাবাবেগে রোমাঞ্চিত হয়ে গলা রুদ্ধ হল। কাঁদতে-কাঁদতে ওঁর মুখ থেকে কোন কথা বেরোয় না। শামার এইরূপ অবস্থা দেখে পাণ্ডা ভাবে- "মনে হয় প্লেগের ভয়ে কাঁদছে।" কিন্তু শামা ওর কল্পনার বিপরীতই প্রশ্ন করে বসেন- "বাবার এই ছবিটি তুমি কোথায় পেলে?" তখন সে উত্তর দেয়- "আমার মনমাড়ে ও পূর্ণতাম্বেতে দু-তিন শো দালাল কাজ করে গয়া-যাত্রীদের সুখ-সুবিধা দেখবার জন্য। তাদের কাছেই শিরডীর সাই মহারাজের খ্যাতির কথা শুনতে পাই। প্রায় বারো বছর আগে আমি শিরডী গিয়ে বাবার দর্শন করি এবং ওখানেই শামার বাড়ীতে টাঙ্গানো এই ছবিটি আমায় আকর্ষিত করে। তখন বাবার নির্দেশ অনুযায়ী শামা আমায় যে ছবিটা উপহার দেন, এটি সেই ছবি।" শামার তখন সব কথা মনে পড়ে। গয়ার পাণ্ডা যখন জানতে পারে যে ইনি সেই শামা যিনি তাকে এই চিত্রটি দিয়ে অনুগৃহীত করেছিলেন এবং আজ তার বাড়ীতে অতিথি হয়ে এসেছেন, তখন ওর আনন্দের সীমা রইল না। দুজনেই এই সাক্ষাতে উল্লসিত হয়ে ওঠেন। এরপর সে শামাকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানাল। সে ছিল একজন ধনীলোক। নিজে পাল্কীতে চড়ে ও শামাকে হাতীর পিঠে চড়িয়ে শহর ভ্রমণ করায় এবং সব রকম ভাবে শামার সুখ-সুবিধের খেয়াল রাখে। গল্পটির নীতি হচ্ছে এই যে বাবার কথা সর্বদাই সত্য হত। তাঁর নিজের ভক্তদের প্রতি তো স্নেহ ছিলই, তাছাড়া তিনি সব প্রাণীদেরই এইরূপ ভালবাসতেন এবং তাদের নিজেরই স্বরূপ মনে করতেন। নীচের গল্পটিতে এই কথারই আভাস পাওয়া যাবে।

দুটি ছাগল ঃ-

একবার লেন্ডী বাগান থেকে ফেরার সময় বাবা এক পাল ছাগল দেখতে পান। তাদের মধ্যে দুটি ছাগলের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বাবা গিয়ে তাদের উপর হাত বোলান এবং ৩২ টাকায় দুটিকে কিনে নেন। বাবার এই বিচিত্র ব্যবহার দেখে ভক্তরা

খুব অবাক হয়। ওদের মনে হয় এই লেনদেনে বাবা ঠকে গেছেন, কারণ একটা ছাগলের দাম সেই সময় তিন-চার টাকার চেয়ে বেশী ছিল না। ঐ দুটি ছাগল আট টাকায় সহজেই পাওয়া যেতে পারত।

বাবাকে তাই ও ব্যাপারে খানিক কথা শুনতে হল। কিন্তু বাবা শান্ত হয়ে বসে রইলেন। এবার শামা ও তাত্য়া ছাগল কেনার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বাবা উত্তর দেন- "আমার কোন ঘর-সংসার বা স্ত্রী-পুত্র তো নেই, যাদের জন্য টাকা সঞ্চয় করে রাখতে হবে।" তারপর তিনি চার সের ডাল কিনে ছাগল দুটিকে খাওয়ান। খাওয়ানো-দাওয়ানো শেষ হলে তিনি ছাগল দুটিকে তাদের মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেন। এরপর তাদের পূর্বজন্মের কাহিনী এইরূপ শোনান- "শামা, তাত্য়া! তোমরা ভাবছ আমি ঠকে গেছি? কিন্তু তা নয়, এদের কাহিনী শোন। গত জন্মে এরা সহোদর ভাই ছিল এবং প্রথমে এদের মধ্যে পরস্পর খুব ভাব-ভালবাসা ছিল। কিন্তু পরে একজন অন্যজনের কট্টর শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। বড় ভাই অলস প্রকৃতির ছিল। কিন্তু ছোট ভাই ছিল খুবই পরিশ্রমী এবং যথেষ্ট ধন উপার্জন করেছিল। তাই বড় ভাই ছোট ভাইকে হিংসে করত এবং তাকে মেরে তার ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করা স্থির করে। ওরা নিজেদের সম্বন্ধের কথা ভুলে বিশ্রী ভাবে লড়াই-ঝগড়া করত। বড় ভাই অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু ছোট ভাইকে মারতে পারে না। শেষে একদিন ছোট ভাইয়ের মাথায় লাঠি দিয়ে প্রহার করে। তখন ছোট ভাইও কুড়ুল দিয়ে বড় ভাইয়ের মাথা ফাটাল। দুজনের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হল। তারপর নিজেদের কর্ম অনুসারে ওরা ছাগল হয়ে জন্মায়। ওরা যখন আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন আমার ওদের পূর্ব ইতিহাস মনে পড়ায় দয়া হয়। তাই ওদের কিছু খাইয়ে দাইয়ে একটু আনন্দ দিতে ইচ্ছে হয়। কিছু টাকা তাই খরচ হয়ে গেল। আর তোমরা সেজন্য আমায় বকছ। তোমাদের এই লেনদেন ভালো লাগল না বলে আমি ওদের মেষ পালককে ফেরত দিয়ে দিই।"

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।